তারিখ 23 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

যুগান্তর

# বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় গাফিলতি সমন্বয়হীনতা

মুসতাক আহমদ

বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষায় ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে অবহেলা দিন দিন বাড়ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণে সমন্বয় নেই। একই দিনে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিভাগের শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পরীক্ষাগুলো কোথাও একই সময়ে অথবা সকাল-বিকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে চরম মানসিক চাপ ও দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

> এটা এখন জাতীয় সমস্যা হয়ে গেছে। সরকার ও ইউজিসি চেষ্টা করেও একটা অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারছে না : ইউজিসি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান

এছাড়া কোনো কোনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নেও ছিল অবহেলার ছাপ। প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের সংখ্যা কম এবং বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন হুবহু তুলে দেয়ারও ঘটনা ঘটেছে। আবার বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে একই বিভাগের প্রশ্নের ধরনে ভিন্নতা। এক্ষেত্রে কেউ নিচ্ছে এমসিকিউ (বহু নির্বাচনী প্রশ্ন), আবার কেউ রচনামূলক প্রশ্নে। সরকার গত এক দশক ধরে চেষ্টা করেও অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টদের গাফিলতির কারণেই মূলত এ পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে মনে করছেন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বিশেষজ্ঞরা। কারণ বেশ কয়েক বছর ধরে সরকারি ও বেসরকরি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস ও বিডিএসে অভিন্ন প্রশ্নে একটি ভর্তি পরীক্ষা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর এটি কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতার কারণেই সম্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য তাদের।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ইউসুফ আলী মোল্লা শনিবার বিকালে যুগান্তরকে বলেন, 'ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে বড় রকমের অপ্রত্যাশিত

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

## বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় গাফিলতি সমন্বয়হীনতা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আলোচনা আছে। এটা এখন জাতীয় সমস্যা হয়ে গেছে। সরকার ও ইউজিসি চেষ্টা করেও একটা অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারছে না। এটা সম্ভব হলে অভিন্ন পদ্ধতির পরীক্ষা সম্ভব হতো। পাশাপাশি শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের ভোগান্তি কমে যেত।' তিনি বলেন, 'আমরা এ ব্যাপারে আবারও উদ্যোগ নেব, যাতে আগামী বছর থেকে দুঃসহ পরিস্থিতি না থাকে।'

সর্বশেষ শনিবার বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে। এতে ৯ হাজার ১৫৭ জন অংশ নেয়। এ প্রতিষ্ঠানটি সাধারণত ৩ ঘন্টার রচনামূলক প্রশ্নে পরীক্ষা নিয়ে থাকে। কিন্তু বুয়েটের সবচেয়ে বড় সমালোচনা দিক হচ্ছে, তারা শর্ত আরোপ করে আবেদন নেয়ার পরও সবাইকে ভর্তি পরীক্ষায় বসতে দেয় না। অথচ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এর বিপরীত কাজটি করছে। ওই প্রতিষ্ঠানটি এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরীক্ষায় যাদের অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে না, তাদের ফি ফেরত দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে ইউজিসির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, বুয়েটের এ নীতিটি কিছুতেই জাস্টিফাই (ন্যায্যতা) করা যায় না।

বর্তমানে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে আবেদন নিচ্ছে। সে কারণে ফরম বিতরণ বা এ কাজে ব্যয় কমেছে। কিন্তু কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই ফি না কমিয়ে বরং বাড়িয়েছে। এ ইস্যুতে এবার শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন পর্যন্ত হয়েছে। শেষপর্যন্ত অবশ্য ওই বিশ্ববিদ্যালয় ফি কমিয়েছে। কিন্তু বাকিরা আগের সিদ্ধান্তেই আছে। ইউজিসির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে বলেন, যেহেতু সব বিশ্ববিদ্যালয়ই একই পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়, তাই ফি কাঠামোও একই হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমরা ফি কাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেব।

চলতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটের পরীক্ষায় ২১তম বিসিএসের প্রশ্নের একটি অংশ হুবহু তুলে দেয়া হয়। 'গ' ইউনিটের পরীক্ষায় ১০০টির পরিবর্তে প্রশ্ন করা হয় ৯৯টি। এ দুই ইউনিটে এবার প্রায় ৮৫ হাজার পরীক্ষার্থী ছিল। এ ব্যাপারে ইউজিসির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ আলী মোল্লা বলেন, পরীক্ষা এভাবে হুবহু প্রশ্ন তুলে দেয়া বা কম প্রশ্ন থাকার ঘটনা সংশ্লিষ্টদের চরম অবহেলার দৃষ্টান্ত।

এদিকে শুক্রবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বিকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ছিল। পরদিন (শনিবার) সকালেই নেয়া হয় বুয়েটের পরীক্ষা। আগামী ৪ ও ৫ নভেম্বর বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) পরীক্ষা। ৪ নভেম্বর ডেন্টাল কলেজে বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা। এছাড়া ৩, ৪ ও ৫ নভেম্বর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪ ও ৫ নভেম্বর গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট), ৬ ও ৭ নভেম্বর যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা বলছেন, এসব পরীক্ষা একদিনে বা পাশাপাশি দিনে নির্ধারিত হওয়ায় অনেকেই বিশেষ করে বিজ্ঞানের পরীক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারবেন না। অপরদিকে গুরুত্বের বিচারে প্রায় সব বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীই ঢাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েটে পরীক্ষায় অংশ নিতে চান। কিন্তু পরপর পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হওয়ায় এসব শিক্ষার্থীর নাভিশ্বাস উঠে। অপরদিকে বিডিএস এবং বিইউপিতেও গুরুত্বের বিচারে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে আগ্রহী। তারিখ হেরফের না হলে অনেকেই আবেদন বা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না। এ প্রসঙ্গে শনিবার বিইউপির জনসংযোগ কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, ৪ নভেম্বরের পরীক্ষার সময়সূচি পুনর্নির্ধারণের সম্ভাবনা নেই।

**একই দিনে দুই পরীক্ষা :** এদিকে আগামী ২৯ অক্টোবর একইদিনে ডিগ্রি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নির্ধারিত হয়েছে। বিকাল ৩টায় নিয়োগ এবং দুপুর দেড়টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের এ পরীক্ষা। এর ফলে অনেক নারী ডিগ্রি পরীক্ষার্থী ইচ্ছা থাকলেও নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না। তারা এ ব্যাপারে সমন্বয় করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি দাবি জানিয়েছেন।